# ৯ গুলিতে আহতের দাবি নিয়ে হাসিনার বিরুদ্ধে মামলা, তদন্তে ভুয়া প্রমাণ



শেখ হাসিনা। ছবি: সংগৃহীত

জুলাই আন্দোলনের সময় শরীরে নয়টি গুলি লেগেছিল দাবি করে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ৭৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন নূর হোসেন নামে এক যুবক। তবে পুলিশের তদন্তে তাঁর আহত হওয়ার কোনো প্রমাণ মেলেনি। মামলায় জমা দেওয়া চিকিৎসার কাগজপত্রও ভুয়া বলে তদন্তে উঠে এসেছে।

তদন্ত শেষে শেখ হাসিনাসহ ৮৪ জনকে অব্যাহতির সুপারিশ করে আদালতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন তদন্ত কর্মকর্তা। গত ২৯ সেপ্টেম্বর মোহাম্মদপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) উক্যমং রাখাইন প্রতিবেদনটি জমা দেন।

তদন্ত কর্মকর্তা জানান, বাদী ভুয়া মেডিকেল সার্টিফিকেট দিয়ে মামলা করেছেন। এ মামলায় কাউকে নতুন করে গ্রেপ্তার করা হয়নি। আগে অন্য মামলায় গ্রেপ্তার থাকা আটজনকে আদালতের অনুমতি নিয়ে এ মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছিল। বাদীর বিরুদ্ধে পুলিশের পক্ষ থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তবে আদালত চাইলে ব্যবস্থা নিতে পারেন।

২৭ বছর বয়সি নূর হোসেনের বক্তব্য জানতে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর মুঠোফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

গত বুধবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আশরাফুল হকের আদালতে তদন্ত প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করা হয়। প্রসিকিউশন বিভাগের এসআই মিজানুর রহমান জানান, আদালত বাদীর প্রতি নোটিশ জারির আদেশ দিয়েছেন। আগামী ১ ডিসেম্বর পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে।

অব্যাহতির সুপারিশ পাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য শাজাহান খান, নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ঢাকা মহানগর উত্তরের সভাপতি রিয়াজ মাহমুদ, সাবেক সহসভাপতি সলিম উল্লাহ পাটোয়ারী, ডিএনসিসির ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর সলিমুল্লাহ সলু, মিলন হোসেন, মহিলা লীগ নেত্রী ইসরাত জাহান তামান্না ও স্বপ্না খন্দকার।

তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, নূর হোসেন এজাহারের সঙ্গে বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে চিকিৎসা নেওয়ার কাগজপত্র জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু যাচাই করে দেখা যায়, তিনি ওই হাসপাতালে কোনো চিকিৎসকের কাছেই চিকিৎসা নেননি।

তদন্ত কর্মকর্তারা জানান, হাসপাতালের জরুরি বিভাগের ব্যবস্থাপত্র হাতে লেখা হয়, কম্পিউটারে টাইপ করা নয়। অথচ মামলায় জমা দেওয়া কাগজপত্রে কম্পিউটারে টাইপ করা তথ্য রয়েছে। এ ছাড়া ব্যবহৃত ক্যাশ মেমো নম্বর দিয়ে ৫৪ বছর বয়সি আব্দুস সাত্তার নামে একজনের চিকিৎসা নেওয়ার তথ্য পাওয়া যায়। একইভাবে আইডি নম্বরের বিপরীতে ৩২ বছর বয়সি জুয়েল নামে আরেক রোগীর তথ্য পাওয়া গেছে।

এ ছাড়া ২০২৪ সালের জুলাই অভ্যুত্থানে আহত ব্যক্তিদের সরকারি গেজেটেও নূর হোসেনের নাম নেই। এসব তথ্যের ভিত্তিতে তদন্ত কর্মকর্তা মনে করেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে আহত হননি এবং মিথ্যা ঘটনা সাজিয়ে মামলা করেছেন। তদন্তে পাওয়া সাক্ষ্যপ্রমাণ ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় অভিযোগ মিথ্যা বলে প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হয়েছে।

মামলার আসামি মিলন হোসেনের আইনজীবী এ এইচ এম হাসিবুজ্জামান হাসিব বলেন, রাজনৈতিক চাপ বা ফায়দা নেওয়ার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময় অনেককে মামলায় আসামি করা হয়েছে। এতে নিরপরাধ ব্যক্তিরা হয়রানির শিকার হয়ে কারাবরণ করেছেন। তিনি বলেন, জুলাই আন্দোলনের ঘটনায় জড়িতদের বিচার হওয়া উচিত, তবে নিরপরাধ কাউকে হয়রানি করা কাম্য নয়।

মামলায় ব্যবহৃত ওকালতনামার আইনজীবী জান্নাতুল বর্ণা সুমি বলেন, অনেক সময় জ্যেষ্ঠ আইনজীবীরা তাঁদের ওকালতনামা ব্যবহার করেন। জুলাই আন্দোলনের মামলা ঘিরে বাণিজ্য হয়নি, এমন কথা বলা যাবে না। তবে তিনি নিজে এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তাঁর মতে, অনেক সময় মক্কেলরা আইনজীবীদের কাছে প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করেন না।

মামলার এজাহারে নূর হোসেন দাবি করেন, ২০২৪ সালের ৪ আগস্ট বিকেল ৩টা থেকে সাড়ে ৩টার মধ্যে মোহাম্মদপুর বাসস্ট্যান্ডসংলগ্ন ময়ূর ভিলা এলাকায় আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন তিনি। ওই সময় আন্দোলনকারীদের ওপর লাঠিচার্জ ও গুলি চালানো হয় বলে অভিযোগ করেন তিনি।

এজাহারে বলা হয়, তাঁর পিঠে ছয়টি, বাম হাঁটুর ওপর দুটি এবং ডান হাঁটুর পাশে একটি গুলি লাগে। গুলিবিদ্ধ হয়ে রাস্তায় পড়ে গেলে তাঁকে লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করা হয়। পরে হাসপাতালে নেওয়া হলেও আসামিদের ভয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ চিকিৎসা দিতে অপারগতা জানায় বলে অভিযোগ করেন তিনি। এ ঘটনায় হত্যাচেষ্টার অভিযোগে ২০২৪ সালের ১ ডিসেম্বর শেখ হাসিনাসহ ৭৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন নূর হোসেন।